রুদ্র কে খোলা চিঠি
নন্দিনী হোসেন

জনাব ফয়সাল সাহেব কে উদ্দেশ্য করে অভিজিৎ রায়ের সর্বশেষ লিখা টি আজ ভিন্নমতে পড়লাম।পড়ার পর থেকে কেন যেন আমি কিছু লিখার তাগিদ অনুভব করছি।সাধারণত আমি কারো লিখা পড়ে তীব্রভাবে আলোড়িত না হলে তেমন একটা কিছু লিখি না।আসলে তা অনেকটা আলস্যের জন্য স্বীকার করতে বাধা নেই !পড়তেই ভাল লাগে বেশি,লিখার চেয়ে। তাই অনেক সময় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বে ও কিছু ই লিখা হয় না।লিখব লিখব করে ও কাটিয়ে দেই। সে যাই হোক । যে কারণে আজ আমার এই লিখা,তা হচ্ছে অভিজিৎ রায়ের একটি মন্তব্য ! তিনি লিখেছেন,'**যেমন নন্দিনী ।উনি তো রীতিমত যুদ্ধের হাক পেড়েছিলেন রুদ্রের শেষ লিখাটি ভিন্নমতে ছাপানোর পর ।পরে রুদ্র দেখলাম নন্দিনীর কাছে ক্ষমা চেয়ে ভয়ে বোধ হয় লিখাই ছেড়ে দিলেন** '।এই লাইনগুলো অভিজিৎ যতই হাল্কা করে লিখে থাকুন না কেন, পড়ার পর আমার মনে এক ধরনের খারাপ লাগা ঘিরে ধরে !রুদ্রের লিখা অনেকদিন ধরে দেখছি নাএটা আমি খেয়াল করেছি।ভেবেছি এই হয়তো লিখলেন বলে।কিন্তু আজ সত্যি এই লিখা টি পড়ে মনে সন্দেহ জাগছে,রুদ্র লিখছেন না কেন ?আমি কারো বিরুদ্ধে এই জন্য যুদ্ধের হাক পাড়িনি যে তিনি লিখা ছেড়ে দেবেন !কারো কন্ঠ রোধ করা তো আমার চিন্তার ও বাইরে! তিনি যদি সত্যি সত্যি ভয়ে হোক,রাগ ,অভিমান যে কোন কারনেই হোক লিখা বন্ধ করেন,(যদি ও তা আমি বিশ্বাস করি না)তা হবে আমার জন্য মর্মান্তিক !!!(এ ব্যাপারে সম্পাদক সাহেবের কোন হাত আছে কি না তা ও ভেবে দেখার বিষয় !)

রুদ্র কে বলছি,আপনি লিখুন।এত কিছু হয়ে গেল,আপনি নীরব কেন ?এ রকম ঝিম মেরে থাকা তো ভাই আপনাকে মানায় না:-)আপনাকে আজ এই সুযোগে একটি কথা বলি,আপনার ভিন্নমতে লিখা সর্বশেষ লিখাটি তে অনেক কথার সাথে ,আপনার এই অভিযোগটি ও ছিল যে, আপনি আমাকে আপনার লিখায় সর্মথন করে গেছেন,অথচ যাদের হয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে লিখলাম,তারাই কেউ কেউ আমার লিখা নিয়ে কটাক্ষ্য করেছেন।হা,এটা আমি মানি।আপনার বেশ কটি লিখায় ই আপনি আমার লিখার প্রশংসা করে লিখেছেন।কিন্তু আপনি নিজে আমার একটি কথার জবাব দিয়ে আবার লিখা শুরু করবেন আশা করি।কথাটি হচ্ছে,আমি যখন পাঠক হিসেবে কারো লিখা পড়ি,তখন পড়ি অনেকটা খোলা মন নিয়ে,নতুন কিছু জানার বা বুঝার আশায় ।তখন আমি এটা একেবারেই ভুলে যেতে চাই সে আমার শত্রু নাকি মিত্র পক্ষ !(আশা করি বুঝতে পেরেছেন কি বলতে চাচ্ছি)আমি একজন পাঠক হিসেবে তখন আমার বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকি !আমার মন,আমার বিবেক একটি লিখা পড়ে যে ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়,আমি তাই ব্যক্ত করি আমার লিখায়।তখন এই ব্যাপারটি আমার বিবেক কে বাধা দিতে পারে না,যে কে আমার পক্ষে লিখেছে,কে লিখেছে বিপক্ষে !আর আমি ও সেই অনুযায়ি কলম ধরবো !নাহ।এটা সম্ভব নয়। তাহলে মানুষ হিসেবে আমি নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাবো !আপনি কি বলেন,আমার এই কথাগুলো কি ভুল ?আমার এই নীতির জন্য ই আপনি বার বার আমার পক্ষ নিয়ে লিখা সত্ত্বে ও,আমার বিবেকের কাছে আমি পরিস্কার থাকতে চেয়েছি জানি না সব কিছু ঠিক ভাবে বুঝাতে পারলাম কি না !

যাই হোক উন্মাদ,দিগন্ত দের লিখা ও অনেক দিন ধরে দেখি না।যতই ব্যস্ত থাকুন,সময় করে কিছু না কিছু লিখুন ।তাতে ভালো লাগবে আমাদের কারো কারো ।

কল্যান হোক সবার
১৯।০৩।২০০৪
nondinihussain@yahoo.co.uk